নবদ্বীপ-লীলা

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার-সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ হইতে জানা গিয়াছে, যে দুইটী উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, তাহাদের সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ যে লীলাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন প্রবল বেগ ধারণ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা—রসিক-শেখরের একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ মাত্র; পূর্ব্বার্দ্ধ ব্রজলীলা এবং উত্তরার্দ্ধ নবদ্বীপ-লীলা। ব্রজলীলার পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপ-লীলা। নবদ্বীপ-লীলাকে ব্রজলীলার পরিশিষ্টও বলা যায়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-বাসনা-সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে; সুতরাং তাঁহার রসিক-শেখরত্ব-বিকাশের আরম্ভও ব্রজে এবং তাহার পূর্ণতা নবদ্বীপে। ইহাও দেখা গিয়াছে—ব্রজলীলায় যে করুণা-বিকাশের আরম্ভ, নবদ্বীপলীলাতেই তাহার পূর্ণ-পরিণতি। সুতরাং করুণাময়ত্ব-বিকাশের আরম্ভও ব্রজে এবং তাহার পূর্ণতা নবদ্বীপে।

শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপলীলার উৎকর্ষ। ব্রজের রাসলীলায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" বাক্যে কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় ভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া এবং তাঁহার গৌর-অঙ্গদ্বারা নিজের শ্যাম-অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া কার্য্যেও তাঁহার ঋণিত্ব খ্যাপন করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই পূর্ণতম রসিক-শেখর; তাঁহাতেই পূর্ণতম কৃষ্ণত্বেরও অভিব্যক্তি।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-রহস্যেও ব্রজ অপেক্ষা নবদ্বীপের একটু বিশেষত্ব আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতম মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় নাই; কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" এই রাই-কানু-মিলিত তনুই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। "সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন—রায়রামানন্দ-কথিত "না সো রমণ না হাম রমণী" পদোক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের চরম-পরিণতি বা মূর্ত্ত-বিগ্রহ। (প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

উভয় লীলাই তুল্যভাবে ভজনীয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা এবং শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ও তাঁহার ব্রজলীলা তুল্যভাবে ভজনীয়। তাঁহাদের কাম্যও যুগপৎ উভয় লীলার সেবাপ্রাপ্তি; তাই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব সেথা রাধাকৃষ্ণ।" উভয় লীলার সমবায়েই স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের কৃষ্ণত্বের, রসিক-শেখরত্বের, করুণাময়ত্বের, ভক্তবশ্যতার এবং বিলাস-বিদগ্ধত্বের পূর্ণতা; সুতরাং উভয় লীলার সেবাতেই জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী সেবাবাসনারও পূর্ণ সার্থকতা।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা একই সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং একটীকে ছাড়িতে গেলেই মালার সৌন্দর্য্যের এবং উপভোগ্যত্বের হানি হয়। যে সূত্রে মালা গাঁথা হয় তাহা যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মালাগুলি সমস্তই যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, মালা যেমন তখন আর গলায় ধারণের উপযুক্ত থাকেনা; তদ্রূপ, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার সংযোগ সূত্র ছিঁড়িয়া দিলে উভয় লীলাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; তখন উভয় লীলার সম্মিলিত আস্বাদন-যোগ্যতা হইতে জীব বঞ্চিত হইবে। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাই আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং ব্রজলীলাই হইল নবদ্বীপ-লীলার উপজীব্য বা পোষক; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপলীলাই যেন নিস্তরঙ্গ হইয়া যায়। আবার নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দিলেও ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা যেন স্তিমিত হইয়া পড়ে। মধু স্বতঃই আস্বাদ্য সত্য; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে

ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশায়িরূপে বর্দ্ধিত হয়; আর তাহার সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রজলীলা মধুস্বরূপ; আর নবদ্বীপলীলা কর্পূর মিশ্রিত ঘনীভূত অমৃতভাণ্ড (অমৃতদ্বারা প্রস্তুতভাণ্ড—যেমন মৃদ্‌ভাণ্ড)। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-মূর্ত্তি; তিনিই নবদ্বীপে ব্রজরসের পরিবেশক। রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া যায় না; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আস্বাদনের বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিক-শেখর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মত রস-পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র দুর্ল্লভ। তাই নবদ্বীপলীলা বাদ দিলে ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রত্ন নবদ্বীপ লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া যায়; অন্যত্র নহে। তাই শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।" শ্রীলকবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ ২।২৫।২২৩॥" এজন্যই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন—উভয়েই তুল্যভাবে ভজনীয়; নবদ্বীপলীলা এবং ব্রজলীলা উভয়েই তুল্যভাবে সেবনীয়; উভয় ধামই সাধকের সমভাবে কাম্য।

ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার সহিতই জীবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। কারণ, নবদ্বীপলীলাতেই জীব ভজনের আদর্শ পাইয়াছে এবং নবদ্বীপ-লীলার-পরিকরগণই দীক্ষাদিদ্বারা জীবের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গুরুপরম্পরাক্রমে সেই সম্বন্ধ আধুনিক জীবের মধ্যেও নামিয়া আসিয়াছে। এই সম্বন্ধ ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্ব্বপ্রথমেই সাধক তাঁহার গুরুবর্গের আদিরূপে কোনও গৌরপার্ষদের চরণে উপনীত হইতে পারেন; তাঁহার কৃপায় তাঁহারই সঙ্গে গৌরলীলায় নিবিষ্ট হইতে পারিলে ব্রজরস-নিবিষ্টচিত্ত গৌর-পরিকরগণের ভাবের তরঙ্গ সাধককে স্পর্শ করিতে পারে এবং তাঁহাদের কৃপায় তখন ব্রজলীলাও তাঁহার চিত্তে স্ফূরিত হইতে পারে। শ্রীল-নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তাঁরে স্ফুরে।" এইরূপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দীক্ষা-প্রণালী হইতেও দেখা যায়, নবদ্বীপ-লীলা হইতেই সাধকের ভজন আরম্ভ। বিধিও তাহাই, প্রথমে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন, তারপর সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন। লীলাস্মরণেও প্রথমে নবদ্বীপের সিদ্ধদেহে নবদ্বীপ-লীলার মানসিকী সেবা, তারপর ব্রজের সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার মানসিকী সেবা।